ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার ভুল উপস্থাপন, দুঃখ প্রকাশ

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সর্বশেষ খবর জানাতে এসে বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) ‘ভুল তথ্য’ উপস্থাপন করায় দুঃখ প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নিয়মিত অনলাইন সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম শাখার প্রধান হাবিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পেয়েছি। মহাপরিচালক মহোদয় দেশের সব বিভাগের পরিচালকদের জানিয়েছেন, প্রতিটি উপজেলা থেকে অন্তত ২টা করে নমুনা পাঠাতে হবে। আগামীকাল অন্তত এক হাজার নমুনা পরীক্ষা করা হবে।’

বাংলাদেশে সন্দেহভাজন রোগীদের পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে সমালোচনার প্রেক্ষাপটে ওই কথা বলেছিলেন তিনি। তবে হাবিবুরের ওই কথাটি সঠিক নয় বলে রাতে গণমাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা। তার চিঠিতে বলা হয়, ‘আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে ভুলক্রমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে কোভিড-১৯ পরীক্ষার নমুনা পরীক্ষার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। সূত্র- বিডি ২৪ লাইভ ডটকম

প্রকৃতপক্ষে গত ১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিভিন্ন চিকিৎসক পেশাজীবী সংগঠন এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে একটি সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কোভিড-১৯ পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এর ফলে দেশের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে অধিকতর ধারণা সৃষ্টি হবে মত প্রকাশ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপন না হওয়ায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’

তিনি আরও জানান, বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরীর ৯টি এবং ঢাকার বাইরে ৫টি আরটি-পিসিআর পরীক্ষা কেন্দ্র সচল ছিল। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত

ঢাকা মহানগরীর বাইরে ৪০টি জেলার সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ২৬৭টি নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পিসিআর পরীক্ষা কেন্দ্র ১০০টি নমুনা সংগ্রহ করছে। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান -আইইডিসিআর পৃথকভাবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ১০০টি নমুনা সংগ্রহ করেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাকি ২৪টি জেলার নমুনা সংগ্রহের তথ্য সন্ধ্যা নাগাদ তাদের হাতে আসেনি। দুপুরেরি ব্রিফিংয়ে দেশে আরও দুজনের মধ্যে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার কথা জানানো হয়েছিল, যাদের নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৬ জন। নতুন করে কারও মৃত্যুর তথ্য না আসায় বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এ মৃতের মোট সংখ্যা আগের মতোই ৬ জনে রয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে ২৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন

সংবাদপত্র, জ্বালানি পরিবহন ছুটির আওতামুক্ত

সংবাদপত্র ও জ্বালানি পরিবহন ছুটির আওতামুক্ত থাকবে। এই দুটি বিষয় যুক্ত করে সরকার ঘোষিত ছুটির প্রজ্ঞাপন সংশোধন করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ১ এপ্রিলের তারিখ দিয়ে প্রজ্ঞাপনটি সংশোধন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ২৪ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিল, ছুটি বা বন্ধ সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালতের জন্য প্রযোজ্য হবে। স্বাস্থ্যসেবা, সংবাদপত্রসহ অন্য জরুরি কার্যাবলি চলবে। গণপরিবহন ছাড়া অন্যান্য জরুরি পরিবহন যেমন ট্রাক, কার্গো, অ্যাম্বুলেন্স, সংবাদপত্রবাহী গাড়ি ইত্যাদি যথারীতি চলবে।

করোনাভাইরাসের কারণে সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়ে গতকাল বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ১০ ও ১১ এপ্রিল (শুক্র ও শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটিও এর সঙ্গে যুক্ত হবে। ফলে ছুটি হবে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত।

সেই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, জরুরি সেবার (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট) ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না। এ ছাড়া কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, জরুরি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন এবং কাঁচাবাজার, খাবার, ওষুধের দোকান ও হাসপাতাল এই ছুটির মধ্যে পড়বে না। এখন সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে সংবাদপত্র ও জ্বালানি পরিবহনের বিষয়টিও এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

ছুটিতে জরুরি প্রয়োজনে অফিসগুলো খোলা রাখা যাবে। প্রয়োজনে ওষুধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা চালু রাখতে পারবে। এ ছাড়া মানুষের প্রয়োজন বিবেচনায় ছুটিকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু শাখায় সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত নগদ জমা ও উত্তোলন করা যাবে। লেনদেন-পরবর্তী আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শেষ করার জন্য ব্যাংক খোলা থাকবে বেলা তিনটা পর্যন্ত।

এ ছাড়া মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থে রিকশা-ভ্যানসহ যানবাহন, রেল, বাস পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে বলে ছুটির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।

আসছে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব উত্তরণের জন্য বাজেট বরাদ্দ থেকে বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার সকাল ১০টায় গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা করবেন তিনি। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণের জন্য গতকাল সন্ধ্যায় গণভবনে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন

আভাস দিয়েছেন।

বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আবদুর রউফ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া উপস্থিত ছিলেন। রবিবার সকালে সংবাদ সম্মেলন করে এ প্রণোদনা ঘোষণার তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম।

বৈঠকসূত্রে জানা গেছে, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির জন্য কী কী করা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিল্প খাতের জন্য সম্ভাব্য করণীয়, ব্যাংক সুদ সিঙ্গেল ডিজিটের বাস্তবায়ন বিষয়ে বৈঠকে দিকনির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে বলা হয়, দেশের গার্মেন্ট কারখানাগুলো বন্ধ করার পরিস্থিতি এখনো হয়নি। তবে যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

পোশাক খাতের ৫ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। সেই সঙ্গে ক্ষতির সম্ভাব্য পরিমাণ কত হতে পারে সে অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন, স্বাস্থ্য খাতে যত প্রয়োজন অর্থ দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়। তবে কোথাও যেন কোনো অনিয়ম না হয় সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কঠোর সতর্কবার্তা দেন বলে সূত্র জানান।

ফেসবুকে অপপ্রচার চালালে ব্যবস্থা: এদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জানান, বাড়ি ভাড়া মওকুফ, ব্যাংক লোন ও বিদ্যুৎ বিল তিন মাসের জন্য স্থগিত, সব অফিসে এক মাসের ছুটি-সংক্রান্ত যে গুজব ফেসবুকে ভাইরাল করা হচ্ছে, তা পুরোপুরি মিথ্যা ও বানোয়াট। যারা অপপ্রচার চালাচ্ছেন তা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতি উপজেলা থেকে

দুজনের নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ: করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলা থেকে কমপক্ষে দুজনের নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে কভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্ব পালনকালে সব সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মাস্ক ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (এমআইএস) ডা. হাবিবুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী কভিড-১৯ ছড়িয়ে

পড়ার প্রেক্ষাপটে সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দায়িত্ব পালনকালে মাস্ক ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি সবাইকে মেনে চলতে হবে।

এদিকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক ডা. হাবিবুর রহমান বলেন, ‘দেশের প্রতিটি উপজেলা থেকে কমপক্ষে দুজনের নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইতিমধ্যে নির্দেশনা অনুসারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বিভাগীয় পরিচালকদের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশনা দিয়েছেন।

আজ সারা দেশ থেকে ১ হাজার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে বলে আমরা আশা করছি।’ আইইডিসিআর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে আরও দুজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫৬-এ দাঁড়াল।

করোনাভাইরাস নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা: এদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং সূত্র জানিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দেশবাসী ও সংশ্লিষ্টদের ৩১ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে- করোনাভাইরাস সম্পর্কে চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। লুকোচুরির দরকার নেই, করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। পিপিই সাধারণভাবে সবার পরার দরকার নেই। চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট সবার জন্য পিপিই নিশ্চিত করতে হবে। এ রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত পিপিই, মাস্কসহ সব চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা এবং বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

কভিড-১৯ রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত সব চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, অ্যাম্বুলেন্স চালকসহ সংশ্লিষ্ট সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে বা আইসোলেশনে আছেন, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে। নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।

নদীবেষ্টিত জেলাসমূহে নৌ-অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য কিনবেন না। খাদ্যশস্যসহ প্রয়োজনীয় সব পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। কৃষক নিয়মিত চাষাবাদ চালিয়ে যাবেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে। সব শিল্পমালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিপর্যায়ে নিজ নিজ শিল্প ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং বাড়িঘর পরিষ্কার রাখবেন। শিল্পমালিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।

গণমাধ্যমকর্মীরা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গুজব ও অসত্য তথ্য যাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। গুজব রটানো বন্ধ করতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে নানা গুজব রটানো হচ্ছে। গুজবে কান দেবেন না এবং বিচলিত হবেন না।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ৩১ দফা নির্দেশনা

১) করোনাভাইরাস সম্পর্কে চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।এ ভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) লুকোচুরির দরকার নেই, করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন।

৩) পিপিই সাধারণভাবে সকলের পরার দরকার নেই। চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পিপিই নিশ্চিত করতে হবে। এই রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত পিপিই, মাস্কসহ সকল চিকিৎসা সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা এবং বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৪) কোভিড-১৯ রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত সকল চিকিৎসক, নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, এ্যাম্বুলেন্স চালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৫) যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে বা আইসোলেশনে আছেন, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে।

৬) নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।

৭) নদীবেস্টিত জেলাসমূহে নৌ-এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) অন্যান্য রোগে আক্রান্তদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে হবে।

৯) পরিচ্ছন্নতা নিশ্চত করা। সারাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।

১০) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় এ দুর্যোগে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সকল সরকারি কর্মকর্তাগণ যথাযথ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন- এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

১১) ত্রাণ কাজে কোন ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

১২) দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে।

১৩) সোশ্যাল সেফটিনেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৪) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেন স্থবির না হয়, সে বিষয়ে যথাযথ নজর দিতে হবে।

১৫) খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। কোন জমি যেন পতিত না থাকে।

১৬) সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। যাতে বাজার চালু থাকে।

১৭) সাধারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ।

১৮) জনস্বার্থে বাংলা নববর্ষের সকল অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে যাতে জনসমাগম না হয়। ঘরে বসে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নববর্ষ উদযাপন করতে হবে।

১৯) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজের সকল স্তরের জনগণকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশাসন সকলকে নিয়ে
কাজ করবে।

২০) সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২১) জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবেন।

২২) সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন: কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক, পরিবহন শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যক্তা/বিধবা নারী এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২৩) প্রবীণ নাগরিক ও শিশুদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৪) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সকল সরকারি কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

২৫) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও নিয়মিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া মনিটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৬) আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় করবেন না। খাদ্যশস্যসহ প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে।

২৭) কৃষকগণ নিয়মিত চাষাবাদ চালিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে সরকারি

প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।

২৮) সকল শিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিজ নিজ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখবেন।

২৯) শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।

৩০) গণমাধ্যম কর্মীরা জনসচেতনতা সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গুজব ও অসত্য তথ্য যাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩১) গুজব রটানো বন্ধ করতে হবে । ডিজিটাল প্লাটফর্মে নানা গুজব রটানো হচ্ছে। গুজবে কান দিবেন না এবং গুজবে বিচলিত হবেন না।

সংগৃহীত

ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের কর্মী করোনায় আক্রান্ত, কোয়ারেন্টিনে ৪৭ জন

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছেন বেসরকারি টেলিভিশন ইন্ডিপেনডেন্টের এক কর্মী। তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

এদিকে করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসায় ওই টেলিভিশনের ৪৭ জনকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান সম্পাদক এম শামসুর রহমান নিজের ফেসবুক টাইমলাইনে এ তথ্য জানান।

তবে আক্রান্ত কর্মী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন জানিয়ে এম শামসুর রহমান বলেন, ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের যে সহকর্মী আক্রান্ত

হয়েছেন তিনি গত ২৬ মার্চ শেষ অফিস করেছেন। ওই রাতে তিনি মোবাইলফোনে নিজের উপসর্গের কথা অফিসকে অবহিত করেন। এরপর থেকে তিনি নিজ থেকেই কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। পরে পরীক্ষা করে উনি ‘কোভিড ১৯’ এ আক্রান্ত বলে শনাক্ত হন।

টেলিভিশনটির ওই কর্মকর্তা আরও জানান, ওই কর্মীর সংস্পর্শে আসা টেলিভিশনের ৪৭ জন কর্মীকে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত অন্য কোনো সহকর্মীর আক্রান্ত হওয়ার কোনো উপসর্গ দেখা দেয়নি।

সুত্র-যুগান্তর

২৪ ঘণ্টায় ফোনকল এসেছে ৬৫ হাজার ৯৮৪টি: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। বাংলাদেশেও হানা দিয়েছে করোনা। এ ভাইরাস মোকাবেলা করণীয় ও পরামর্শ দিতে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) হটলাইন চালু করেছে।

এ হটলাইনে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাস সন্দেহে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১১ লাখ ৯৪ হাজার ১১৮টি ফোনকল এসেছে। আর গত ২৪ ঘণ্টায় এসেছে ৬৫ হাজার ৯৮৪টি কল। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬২৬৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন, ৩৩৩ এবং আইইডিসিআর এর হটলাইনে কলগুলো আসে।

শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত

অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান ডা. মো. হাবিবুর রহমান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখার এই পরিচালক বলেন, এখন পর্যন্ত মোট ৬১টি জনের দেহে করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ জন। কোনো মৃত্যু নেই। আর আপনারা জানেন, এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মোট ৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এখন পর্যন্ত ২৬ জন মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। আমাদের পর্যবেক্ষণ বা চিকিৎসায় আছেন ২৯ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে আছেন ২২ জন। আর নিজেদের বাড়িতে পূর্ণ পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছেন ৭ জন।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৪ লাখ ২৮ হাজার ৬০টি পিপিই সংগ্রহ এবং ৭১ হাজার কিট মজুদ রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অন্যান্য যেসব ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা হয়েছে, সেখান থেকে তিনজনের দেহে করোনাভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাদের আইসোলেশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে যেহেতু এগুলো নতুন ল্যাবরেটরি, কাজেই তাদের ফলাফল আমরা নতুন করে যাচাইবাছাই করবো।

সুত্র-যুগান্তর

‘তথ্য গোপন করে করোনাভাইরাস মহামারী এড়ানো যাবে না’-রিজভী

তথ্য গোপন করে করোনাভাইরাসের মহামারী এড়ানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, সরকারের তথ্য গোপন নীতির কারণেই দেশের করোনা পরিস্থিতির আসল চিত্র ফুটে উঠছে না।

ভেতরে ভেতরে সংক্রমণ হতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে। বরং সঠিক তথ্য দিয়ে এ রোগের ভয়াবহতা বুঝিয়েই জনগণকে কোয়ারেন্টিন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ, সুরক্ষা ও প্রতিকারে সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য দিয়ে মানুষের আস্থা তৈরি করা উচিত।

রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, সরকারের ‘তথ্য গোপন পলিসি’র সমালোচনা করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কয়েকদিনে বিএনপির ১২ নেতাকর্মী ও চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে রোগের পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তবে দেশে পরীক্ষা নিয়ে নানা জটিলতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিংবা সরকারি পরিসংখ্যানের আপডেট এখন কেউ আর বিশ্বাস করছে না। অন্ধ হলেই কি বন্ধ হবে প্রলয়!

রিজভী বলেন, পরীক্ষা বাড়ানোর পাশাপাশি লকডাউন ও কোয়ারেন্টিনকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের শঙ্কা, হঠাৎই বাড়তে পারে ভয়াবহতা। সেক্ষেত্রে লকডাউন চালিয়ে যাওয়া, আরও বেশি বেশি টেস্ট করে পজেটিভ রোগী খুঁজে আইসোলেশনে নিয়ে আসা কাজে আসতে পারে।

‘এ সংকটময় সময়েও বিএনপির নেতাকর্মীরা জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি, তারা সরকারের সমালোচনা করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপতৎপরতায় লিপ্ত’- বুধবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন মন্তব্যের সমালোচনা করেন রিজভী। তিনি বলেন, কাদের সাহেবকে বলতে চাই, গণতন্ত্রকে জাদুঘরে পাঠিয়েছেন বলেই সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরাকে অপতৎপরতা হিসেবে অভিহিত করছেন। আপনাদের গণতান্ত্রিক মানস নেই বলেই সমালোচনা শুনলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ মহাদুর্যোগে যখন মানুষ জাতীয় ঐক্যের কথা বলছে তখন ওবায়দুল কাদের সাহেবের বক্তব্য বিভাজন ও বিভেদেরই প্রতিফলন।

যখন করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হল তখন আমরাই রাজপথে নেমেছি, সারা দেশের সর্বত্র প্রথম সচেতনতা শুরু করেছি। আমরা ও আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ দুঃসময়ে দেশের সব রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শ্রেণি-পেশার সংগঠন অর্থাৎ সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করার প্রথম

আহ্বান জানিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে রিজভী বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ২৬ মাস বিনা দোষে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল। তাকে সাময়িক মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি গুলশানের নিজ বাসায় অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায় তার নিরাপত্তার জন্য চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব আইজিপি বরাবর আবেদন করলেও এ বিষয়ে এখনও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অবিলম্বে খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশের আইজিপির কাছে অনুরোধ করছি।

সুত্র-যুগান্তর

হাসপাতাল-ক্লিনিক-চেম্বার বন্ধ থাকলে ব্যবস্থা: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে হাসপাতাল ও ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে চিকিৎসা না পেয়ে ফেরত আসার অভিযোগ করছেন কেউ কেউ। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক হুশিয়ার করে বলেন, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্রাইভেট চেম্বারগুলো থেকে রোগীরা সেবা না পেয়ে ফিরে গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

করোনার সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে তিনি এ হুশিয়ারি দেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে করোনা শনাক্ত হওয়ার পর বেসরকারি হাসপাতালগুলো সেবা কম দিচ্ছে। ক্লিনিক ও চেম্বারগুলো অনেকাংশে বন্ধ আছে। কাজেই জাতির এই দুঃসময়ে আপনাদের পিছপা হওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি মন্ত্রীর আহ্বান, আপনারা মানুষের পাশে দাঁড়ান, মানুষকে সেবা দিন। আমরা কিন্তু এটা লক্ষ্য করছি। পরবর্তীকালে যা যা ব্যবস্থা নেয়ার আমরা কিন্তু সেসব ব্যবস্থা নিতে পিছপা হব না।

মন্ত্রী জানান, নতুন করে ৫ জনের দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে ৬১ জন করোনা রোগী রয়েছেন দেশে।

করোনাভাইরাসের লক্ষণ-উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে জাহিদ মালেক বলেন, আশা করি সবাই পরীক্ষা করার জন্য আসবেন। পরীক্ষা করলে নিজেও নিরাপদে থাকবেন, জানতে পারবেন, আপনার অবস্থাটা।

সুত্র-যুগান্তর

নতুন আক্রান্ত ৫, মোট আক্রান্ত ৬১ — স্বাস্থ্য মন্ত্রী

দেশে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নতুন করে ৫ জনের দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। কোনো মৃত্যুর ঘটনা নেই। এ নিয়ে মোট ৬১ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ল।
আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরেরকরোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে জানানো হয়। ব্রিফিং করেন

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) দুপুরে আইইডিসিআর এর করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে জানানো হয়েছিল, দেশে নতুন করে আরো দুইজনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে গতকাল ব্রিফিং পর্যন্ত মোট ৫৬ জনের সংক্রমণ ধরা পড়ে।

নতুন করে কোনো মৃত্যুর ঘটনা নেই। গতকাল বলা হয়েছিল, যে দুইজনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে তাদের একজনের বয়স ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। অন্যজনের বয়স ৭০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। আক্রান্ত দুজনই পুরুষ। ১৪১ জনের মধ্যে নমুনা পরীক্ষা করে এ দুজনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

প্রতি উপজেলার দুজনের নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

করোনাভাইরাস নিয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে দেশের প্রত্যেক উপজেলা থেকে অন্তত দুজন করে সন্দেহভাজন ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। ব্রিফ করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের এমআইএস শাখার পরিচালক ডা. মো. হাবিবুর রহমান।

তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি উপজেলা থেকে অন্তত দুজনের নমুনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এরইমধ্যে তার নির্দেশনা অনুসারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বিভিন্ন বিভাগীয় পরিচালককে নমুনা সংগ্রহের

নির্দেশনা দিয়েছেন।

আজ সারাদেশ থেকে এক হাজার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ডা. মো. হাবিবুর রহমান।

হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আজ একটা নির্দেশনা পেয়েছি আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। ইতিমধ্যে আমাদের মহাপরিচালক, ঢাকাসহ প্রত্যেকটা বিভাগের পরিচালক, সব সিভিল সার্জনকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আজকের মধ্যে প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে অন্তত দুটি করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। আমরা যেন অন্তত এক হাজার নমুনা সংগ্রহ করতে পারি এবং আগামীকাল সেগুলো পরীক্ষা করতে পারি।’

ডা. হাবিবুর রহমান বলেন, রাজধানীসহ সারাদেশে পিসিআর মেশিনের মাধ্যমে ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ঢাকায় ছয়টি এবং ঢাকার বাইরে চারটি প্রতিষ্ঠানে এরইমধ্যে নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আরও কিছু প্রতিষ্ঠানে নমুনা পরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পিসিআর মেশিন স্থাপনের কাজ চলছে।

এদিকে দায়িত্ব পালনকালে মুখে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, করোনার ঝুঁকি এড়াতে এবং নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী এমন নির্দেশনা দিয়েছেন।

সুত্র-যুগান্তর